

চার এয়ারলাইন্সে বেবিচকের পাওনা ১২২৩ কোটি টাকা

- A Monitor Desk Report

Date: 18 September, 2023



ঢাকা : দেশের চারটি বেসরকারি এয়ারলাইন্সের কাছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) পাওনা ১ হাজার ২২৩ কোটি টাকা।

এ চারটি এয়ারলাইন্সের মধ্যে তিনটিই বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। বন্ধ তিনটি এয়ারলাইন্সের কাছে পাওনা এক হাজার ১৯২ কোটি টাকারও বেশি। রবিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন জমা দেয় বেবিচক। এর আগে দেশীয় বেসরকারি এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলোর কাছে বেবিচক কত টাকা পায়, তা জানতে চেয়েছিল বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি।

জানা গেছে, বেবিচকের প্রতিবেদনে বলা হয়, রিজেন্ট এয়ারওয়েজ, নভো এয়ার, ইউনাইটেড এয়ারওয়েজ ও জিএমজি এয়ারলাইন্সের কাছে মোট ১ হাজার ২২২ কোটি ৯৮ লাখ ২৫ হাজার টাকা পাওনা আছে বেবিচকের। গত মে পর্যন্ত হিসাবে ইউএস-বাংলা ও এয়ার অ্যান্ডার্স কাছ থেকে কোনো পাওনা নেই। এই সংস্থাগুলোর মধ্যে নভো এয়ার, ইউএস-বাংলা ও এয়ার অ্যান্ডার্স বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সংসদীয় কমিটিতে বেবিচকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রিজেন্ট এয়ারওয়েজের কাছে বেবিচকের পাওনা আছে ৪০৮ কোটি ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার বেশি। জিএমজি এয়ারলাইন্সের কাছে পাওনা ৩৯৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকার বেশি। ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের কাছে বেবিচক পাবে ৩৮৮ কোটি ৯৭ লাখ টাকার বেশি। আর নভো এয়ারের কাছে পাওনা আছে ২৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকার মতো।

আরও পড়ুন: [আবুধাবির মিডফিল্ড টার্মিনাল ভবন নভেম্বরের উদ্বোধন](#)

এদিকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল সংস্কার কার্যক্রম তদন্তে গঠিত সাব কমিটির প্রতিবেদন কমিটির আগের বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকে তা কার্যবিবরণী আকারে উপস্থাপিত হয়। ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়, সংস্কার কাজে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন ছিল না। সরকারি অর্থ অপ্রয়োজনে নির্দিষ্ট কিছু লোকের সুবিধার জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৬ বর্গমিটারের রুম বাড়িয়ে ৪০ বর্গমিটার করা হয়েছে। এতে ২৭২টা রুমের মধ্যে ৪৬টি কমে বর্তমানে রুমের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৬টিতে। এটি দরকার ছিল না বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। বৈঠকে বেসরকারি উড়োজাহাজ সংস্থাগুলোর কাছে পাওনা টাকা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে সংসদীয় কমিটি।

এ ছাড়া কক্সবাজার বিমানবন্দর থেকে শহরে প্রবেশের সড়কটি জরুরি ভিত্তিতে প্রশস্ত করা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি, সমুদ্রসৈকতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং পারস্পরিক সমন্বয় রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করে কমিটি।

এ ছাড়া সেন্টমার্টিন দ্বীপকে পর্যটনবান্ধব দ্বীপ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাস্তাঘাট সংস্কার ও সম্প্রসারণসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আধুনিক ডেনেজ ব্যবস্থা, টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে অবস্থিত জেটি দুটি অতি দ্রুত সংস্কার ও নতুন জেটি নির্মাণ এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপের চারদিকে ওয়াকওয়ে নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আরও পড়ুন: [পাসপোর্ট-বোর্ডিং পাস ছাড়া উড়োজাহাজে শিশু-আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিলো বেবিচক](#)

কমিটির সভাপতি র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর সভাপতিত্বে কমিটির সদস্য মোশাররফ হোসেন, আশেক উল্লাহ, সৈয়দা রুবিনা আক্তার, কানিজ ফাতেমা আহমেদ বৈঠকে অংশ নেন।

-B